৪

পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি

ভূমিকা

আল্লামা ইকবাল সর্বপ্রথম "পাকিস্তান" রাষ্ট্রের ধারণা দেন। তিনি ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিত দেন। কিন্তু সে সময় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মনে এ প্রস্তাবের কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। পরবর্তীতে জাতীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি চৌধুরী রহমত আলী আল্লামা ইকবালের এ ধারণাকে সমর্থন করেন। তাঁর ধারণা ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, কাশ্মীর ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে। তাদের এ ধারণা বাস্তবে রূপায়িত হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। এদিন থেকে ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলোর উপর হতে ইংল্যান্ডের রাজার সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান ঘটে। সৃষ্টি হয় দুটি দেশ ভারত ও পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্টের পর থেকে পাকিস্তানের ইতিহাসে তার শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির যাত্রা শুরু হয়।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- *পাঠ-১ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার সমস্যাবলী।*
- *পাঠ-২ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র।*
- *পাঠ-৩ ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র।*

পাঠ - ১

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার সমস্যা

উদ্দেশ্য
এই পাঠ থেকে আপনি—
- ◆ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- ◆ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

সংবিধান হল রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। কোন দেশেই সংবিধান একদিনে সৃষ্টি হয়নি। ধীরে ধীরে কালক্রমে সংবিধান গড়ে ওঠে। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়া এর ব্যতিক্রম নয়। বিবর্তনের ধারায় প্রয়োজন মত এ শাসনতন্ত্রের সৃষ্টি। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষে প্রথমে একটি গণপরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদের সভাপতি ছিলেন পর্যায়ক্রমে শ্রী যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল, জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান। কিছু দিন পর পাকিস্তানে আবার দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদের উপর প্রথম গণ-পরিষদের সব দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। এ পরিষদদ্বয়ের মূল দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা। কিন্তু শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে গিয়ে প্রণেতাগণ কতিপয় সমস্যার সম্মুখীন হন। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার সমস্যাবলী ছিল নিম্নরূপ:-

(১) **ভাষার প্রশ্ন:** ভাষার প্রশ্ন ছিল পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রথম ও প্রধান সমস্যা। পাকিস্তান রাষ্ট্র ছিল বহু ভাষা-ভাষী একটি রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রে বহু ভাষা-ভাষী মানুষ বসবাস করত। ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানের দুটি প্রদেশের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব বাংলায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দানা বাঁধতে থাকে। এ সমস্যা শাসনতন্ত্র প্রণয়নে বিশেষ প্রভাব ফেলে।

(২) **ক্ষমতার বন্টন:** ক্ষমতার বন্টন ছিল পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের একটি অন্যতম মৌলিক সমস্যা। ক্ষমতার বন্টনের ক্ষেত্রে পাকিস্তানে মতানৈক্য দেখা দেয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের। এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয়। কিন্তু এতে দীর্ঘ স্থায়ী বিতর্ক দেখা দেয়। কিছু রাজনৈতিক দল চেয়েছিল প্রদেশগুলোকে সীমিত ক্ষমতা দিতে। ফলশ্রুতিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অসন্তোষ দেখা দেয়।

(৩) **প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন:** পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের সমস্যা দেখা দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন সভায় কোন্ কোন্ অঞ্চল থেকে সদস্য থাকবেন এবং কতজন সদস্য থাকবে এ নিয়ে শাসনতন্ত্র প্রবক্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। প্রতিনিধিত্বের সমস্যা ছিল একটি প্রকট সমস্যা। এ সমস্যার কারণে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে বেশ বিলম্ব ঘটে।

(৪) **কৃষ্টিগত পার্থক্য:** কৃষ্টিগত পার্থক্য ছিল পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের একটি বিশেষ সমস্যা। পাকিস্তান ভৌগোলিক দিক থেকে দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এ বিভক্তির কারণে তাদের মধ্যে কৃষ্টিগত পার্থক্য দেখা দেয়। দুটি অঞ্চলের ভাষা ও কৃষ্টি ছিল দু'রকমের। এ সকল কারণে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র রচনা আরও দুরূহ হয়ে পড়ে।

(৫) **রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণে সমস্যা:** পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে মত বিরোধ দেখা দেয়। পাকিস্তানের একটি গোষ্ঠীর দাবি ছিল একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করার। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন - "A state where the brotherhood of Islam will prevail, where there is no minority or majority and where human dignity and human equality will prevail" অন্যদিকে উদারনৈতিক নেতৃবর্গের কাছে ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা ছিল অনেকটা সেকেলে। এ সমস্যা শাসনতন্ত্র প্রণয়নে বিলম্ব ঘটায়। তারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানায়।

(৬) **আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক:** পাকিস্তানের আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক শাসনতন্ত্র প্রণয়নে বাধার সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু নতুন শাসনতন্ত্রে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক কিরূপ হবে এ প্রশ্নে শাসনতন্ত্র প্রণেতাদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। তাই দুটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্নে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সারকথা

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন বিষয়টি ছিল একটি জটিল প্রকৃতির। কারণ পাকিস্তান সৃষ্টির পর উভয় প্রদেশের মধ্যে দূরত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত দেশে বিবিধ সমস্যা বিদ্যমান ছিল। এ সমস্যাগুলো শাসনতন্ত্র প্রণয়নে বিলম্ব ঘটায়। কারণ শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ তৎকালীন বিদ্যমান সমস্যার কোন উত্তম সমাধান খুঁজে পান নি। ফলশ্রুতিতে তারা দেশবাসীকে একটি গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র উপহার দিতে পারেননি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করা হয় -

(ক) ১৯৪৫ সালে (খ) ১৯৫৫ সালে

(গ) ১৯৫৪ সালে (ঘ) ১৯৬৩ সালে

২। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব ছিল –

(ক) মন্ত্রি পরিষদের ওপর (খ) কেবিনেট সভার ওপর

(গ) গণ-পরিষদের ওপর (ঘ) কারো ওপরই নয়

৩। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি ছিল –

(ক) সরল প্রকৃতির (খ) জটিল প্রকৃতির

(গ) নমনীয় প্রকৃতির (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরমালা: ১। খ ২। গ ৩। খ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। পাকিস্তানে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সমস্যাগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ থেকে আপনি—

- ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র ছিল পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র। এটিকে বিলম্বিত শাসনতন্ত্র বলা চলে। সুদীর্ঘ ৯ বছর সাধনার পর শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ এ শাসনতন্ত্রটি দিতে পেরেছিলেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। এর অগ্রভাগে ছিল তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ। ১৯৫৫ সালের ৭ই জুলাই এ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৮০ জন। প্রথম গণপরিষদ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এ ব্যর্থতাকে পুঁজি করে দ্বিতীয় গণপরিষদ শাসনতন্ত্র রচনায় ব্যাপৃত হয়। এ পরিষদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা শাসনতন্ত্র রচনাকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৫৬ সালের ৯ই জানুয়ারি গণপরিষদে শাসনতন্ত্র বিল উত্থাপিত হয়। এ বিলের উপর আলোচনা-সমালোচনা চলে। আলোচনার পর ২৯শে ফেব্রুয়ারি গণপরিষদ পাকিস্তানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ধরনের শাসনতন্ত্র গ্রহণ করে। অবশেষে ২রা মার্চ গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা শাসনতন্ত্র বিলে সম্মতি দেন। ২৩ মার্চে এ শাসনতন্ত্র গৃহীত ও প্রবর্তিত হয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে এ শাসনতন্ত্রটি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র নামে পরিচিত।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

(১) **বৃহৎ শাসনতন্ত্র:** ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের প্রথম পরিচয় হল - এটি ছিল একটি বৃহৎ শাসনতন্ত্র। মোট ১০৫ পৃষ্ঠার এ শাসনতন্ত্রে একটি প্রস্তাবনা (Preamble), ১৩টি অংশ (Part), ২৩৪টি বিধি (Article) এবং ৬টি তালিকা সন্নিবেশিত ছিল। এ শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছাড়াও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার উল্লেখ ছিল। সুতরাং এ শাসনতন্ত্র ছিল আয়তনে বড়।

(২) **লিখিত শাসনতন্ত্র:** পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র ছিল লিখিত প্রকৃতির।

(৩) **ইসলামী আদর্শ:** ইসলামি আদর্শ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র ছিল মূলত একটি ইসলামি আদর্শ ভিত্তিক শাসনতন্ত্র। এ শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র নামে আখ্যায়িত করা হয়। এর প্রস্তাবনায় ইসলামি সাম্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সহনশীলতার নীতি অনুসৃত হয়।

(৪) **যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা:** ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়। এ শাসনতন্ত্রে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হবে। এতে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকাগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের বিধান রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে অনুসরণ করা হয়।

(৫) **প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্র:** পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রকে বিশ্লেষণ করলে প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মতে পাকিস্তান ছিল একটি প্রজাতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এ শাসনতন্ত্রে দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব শাসন চালু করার বিধান রাখা হয়। রাষ্ট্র প্রধান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন।

(৬) **সংসদীয় ব্যবস্থা:** সংসদীয় ব্যবস্থা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এ শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানে সংসদীয় শাসন প্রবর্তনের বিধান রাখা হয়। আরও বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা হবে প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। শাসনতন্ত্র মতে মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী থাকত।

(৭) **মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি:** এ শাসনতন্ত্রে জনগণের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ ছিল। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে আদালতের প্রয়োজনীয় ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়।

(৮) **এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা:** পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র কেন্দ্র ও প্রদেশে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করে। এ শাসনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয় যে, পাকিস্তানের আইনসভা হবে এক কক্ষবিশিষ্ট। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সমস্যা সমাধান ও আলোচনার জন্য এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিধান রাখা হয়।

(৯) **বিচার বিভাগের প্রাধান্য: ১৯৫৬** সালের শাসনতন্ত্রকে বিশ্লেষণ করলে বিচার বিভাগের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এ শাসনতন্ত্রের বিচার বিভাগের প্রাধান্য স্বীকৃতি পায়। আরও উল্লেখ করা হয় যে, বিচার বিভাগই ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান কবচ। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিচার বিভাগের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়।

(১০) **সমতার নীতি:** সমতার নীতি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এ শাসনতন্ত্রের সমতার নীতি গৃহীত হয়। উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমতা আনার উদ্দেশ্যে এ নীতি গৃহীত হয়।

(১১) **দ্বৈত ভাষা:** এ শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রভাষা কিরূপ হবে তা নির্ধারণ করা হয়। পাকিস্তানের দুটি আঞ্চলিক ভাষা উর্দু ও বাংলাকে এ শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাকে চালু রাখার বিধানও রাখা হয়। জনমতের উপর ভিত্তি করে এ বিধান রাখা হয়।

(১২) **এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা:** পাকিস্তানে উক্ত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে এককেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিধান রাখা হলেও এককেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। রাষ্ট্রের ঐক্য, সংহতি ও শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং এককেন্দ্রিকতা উক্ত শাসনতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

(১৩) **সংমিশ্রণ: ১৯৫৬** সালের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রকে বিশ্লেষণ করলে দুস্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয় নীতির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এ শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন পড়ত। আবার জাতীয় পরিষদে সাধারণ সংখ্যারিষ্ঠের দ্বারাই শাসনতন্ত্র সংশোধনী বিল গ্রহণ করা যেত।

(১৪) **প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন:** এটি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের একটি মৌলিক দিক। এ শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয়। প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ বিধান রাখা হয়। এ শাসনতন্ত্র মতে প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট দায়ী ছিল।

(১৫) **নির্দেশ নীতি :** নির্দেশ নীতি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। উল্লেখ্য যে, ভারত ও আয়ারল্যান্ডের শাসনতন্ত্রে অনুরূপ নির্দেশ নীতি গৃহীত হয়েছিল। এ নীতিগুলো কোনো আদালতে কার্যকরী হতো না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে এগুলো রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে কর্মে অনুপ্রাণিত করত। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়নীতি-এর মধ্যে প্রনিধাণযোগ্য।

উপরে উল্লিখিত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, এগুলো হল ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক হল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। উক্ত শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। অধ্যাপক ডাইসি এর ভাষায় "আঞ্চলিক রাষ্ট্রসত্ত্বা অক্ষুন্ন রেখে জাতীয় ঐক্য ও ক্ষমতার সামঞ্জস্য বিধান করার রাজনৈতিক কৌশলই হল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।" উক্ত শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(১) **সংবিধানের প্রাধান্য :** শাসনতন্ত্রই হল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সকল ক্ষমতার মূল উৎস। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এ নীতির বাইরে নয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে মূলত পরিচালিত হত। তারা শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হত।

(২) **প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন :** ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণত প্রাদেশিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত না। অনেক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের সিদ্ধান্ত কার্যকরী ছিল।

(৩) **দ্বৈত সরকার :** দ্বৈত সরকার ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের একটি মৌলিক দিক। উক্ত সরকার ব্যবস্থায় দ্বৈত সরকার ব্যবস্থার কথা বলা ছিল। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ন্যায় উক্ত ব্যবস্থায় দু'ধরনের সরকার ব্যবস্থার বিধান ছিল। শাসনতন্ত্রের দ্বারা উভয় প্রকার সরকার নিয়ন্ত্রিত হত।

(৪) **ক্ষমতার বন্টন :** উক্ত শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা বন্টন নীতি গৃহীত হয়। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা - (১) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয় (২) প্রাদেশিক বিষয় ও (৩) সংযুক্ত বিষয়।

(৫) **দ্বৈত নাগরিকত্ব :** দৈত্ব নাগরিকত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এর ব্যতিক্রম নয়। এ ব্যবস্থায় নাগরিককে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বিধান রাখা ছিল।

(৬) **বিচার বিভাগের প্রাধান্য :** ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। উক্ত শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও অভিভাবকত্ব করার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত ছিল। কোন কোন আইনকে সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্র বহির্ভূত (Ultra quires) বলে ঘোষণা দিত।

(৭) **লিখিত ও দুস্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র :** ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের শাসনতন্ত্র ছিল লিখিত প্রকৃতির। এ শাসনতন্ত্রকে সহজে পরিবর্তন করা যেত না। শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন পড়ত। এ শাসনতন্ত্রে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের বিবিধ বিষয় লিপিবদ্ধ করা ছিল।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের অধীনে সংসদীয় ব্যবস্থা

সংসদীয় ব্যবস্থা ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানে প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ন্যায় এ শাসনতন্ত্রের আইন পরিষদের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। উক্ত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সকল ক্ষমতা একজন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও পরিচালক। অন্যান্য মন্ত্রিদের প্রেসিডেন্টের সুপারিশক্রমে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করতেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর এ ব্যবস্থার অবসান ঘটে। এর কারণগুলো নিম্নরূপ:

(১) **কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ:** কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রথম কারণ। কেন্দ্রীয় সরকার ঐ সংসদীয় ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য কোনক্রমেই উপযোগী ছিল না। কখনও কখনও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে কেন্দ্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ফলে সংসদীয় ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

(২) **সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থার অভাব:** সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থার অভাবে পাকিস্তানে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। সংসদীয় ব্যবস্থার সফলতার অন্যতম পূর্ব শর্ত হল সুষ্ঠু নির্বাচন। তৎকালীন পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় সুষ্ঠু নির্বাচনের অভাব দেখা দেয়। নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনীহা দেখা গেছে। ফলে সংসদীয় ব্যবস্থাকে ব্যর্থতায় পেয়ে বসে।

(৩) **আঞ্চলিকতা:** আঞ্চলিকতা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থা ব্যর্থতার একটি বিশেষ কারণ। পাকিস্তানের অঞ্চল ভিত্তিক রাজনীতি সংসদীয় ব্যবস্থাকে দুর্বল করে ফেলে। পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকে রাজনৈতিক

ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। তারা পূর্ব বাংলাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখত। ফলে সংসদীয় ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

(৪) **পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রভাব:** পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রভাব পাকিস্তানের সংসদীয় ব্যবস্থাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। পাকিস্তানের উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বিভিন্ন প্রদেশে পদস্থ ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনধিকার প্রভাব বিস্তার করত। তারা প্রদেশে অবস্থান করেও কেন্দ্রীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত।

(৫) **ইস্কান্দার মির্জার ক্ষমতা লিপ্সা:** পাকিস্তানের রাজনীতিতে ইস্কান্দার মির্জার ক্ষমতা লিপ্সা সংসদীয় ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতা লিপ্সু। তিনি রাজনীতিতে সর্বদা নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। এমনকি তিনি নীতি গর্হিত ষড়যন্ত্র, কোন্দল ও কার্যকলাপে লিপ্ত হতেন। অবশেষে পুনরায় তাঁর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সম্ভাবনা বিলুপ্ত জেনে তিনি সংসদীয় ব্যবস্থার উপর আঘাত হানেন।

(৬) **নেতৃত্বের অভাব:** পূর্ব পাকিস্তানে নেতৃত্বের অভাব ছিল না, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে নেতৃত্বের অভাব ছিল, বিশেষ করে পাকিস্তানকে এক শাসন ব্যবস্থার অধীনে রাখার মত দৃঢ় নেতৃত্বের অভাব ছিল।

(৭) **আমলাদের মনোভাব:** আমলাদের মনোভাব ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যর্থতায় একটি অন্যতম কারণ। ব্রিটিশ শাসনামলে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। নেতৃত্বের অভাবের কারণে আমলারা অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। এমনকি তারা রাজনীতিতে অনুচিত হস্তক্ষেপ করত। এরূপ পরিস্থিতিতে সংসদীয় ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

উপরে উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত সংসদীয় গণতন্ত্র সার্থকভাবে কাজ করতে পারে নি। যার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সংসদীয় ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সারকথা

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র ছিল পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র। পাকিস্তান সৃষ্টির দীর্ঘ ৯ বছর পর শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞগণ এ শাসনতন্ত্রটি প্রণয়ন করেছিলেন। এ শাসনতন্ত্রের অধীনে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু এ শাসনতন্ত্র যথার্থভাবে কাজ করতে পারেনি। এ শাসনতন্ত্র দিনে দিনে অকার্যকর হয়ে পড়ে। শাসনতন্ত্রের এ ব্যর্থতার জন্যে (পশ্চিম পাকিস্তানের) শাসকবর্গই দায়ী ছিলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্র রচনার আড়াই বছরের মধ্যেই এটি বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং সামরিক শাসন জারী করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন

(১) ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রটি হল –
(ক) দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র (খ) প্রথম শাসনতন্ত্র
(গ) তৃতীয় শাসনতন্ত্র (ঘ) কোনটিই নয়

(২) ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রটি কার্যকরী হয়েছিল –
(ক) ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ (খ) ১৯৫৭ সালের ২৩শ মার্চ
(গ) ১৯৫৬ সালের ২৩ জানুয়ারি (ঘ) কোনটিই নয়

(৩) এ শাসনতন্ত্রটি গৃহীত হয়েছিল –
(ক) প্রথম গণপরিষদ কর্তৃক (খ) তৃতীয় গণপরিষদ কর্তৃক
(গ) দ্বিতীয় গণরিষদ কর্তৃক (ঘ) কোনটিই নয়

(৪) ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব ছিল -
(ক) মন্ত্রিপরিষদের ওপর (খ) কেবিনেটের ওপর
(গ) আইন মন্ত্রণালয়ের ওপর (ঘ) গণপরিষদের ওপর।

উত্তরমালা: (১) খ (২) ক (৩) গ (৪) ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূল প্রশ্ন

১। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
২। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থা কেন ব্যর্থ হয়েছিল ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে প্রণীত শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।
২। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়া

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র হল পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র। পাকিস্তান সৃষ্টির দীর্ঘ ৯ বছর পর ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই এ শাসনতন্ত্রকে ব্যর্থতায় পেয়ে বসে। ১৯৫৮ সালেই এ শাসনতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা আইয়ুব খানের চাপের কারণে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করেন। এটি ছিল আসলে সামরিক অভ্যুত্থান। সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন। তিনি এক ঘোষণায় পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারকে তিনি বরখাস্ত করেন। সাথে সাথে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদগুলো ভেঙে দেন। সকল রাজনৈতিক দলগুলোকেও বাতিল করা হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁন পাকিস্তানের জন্য তাঁর নিজস্ব ধারায় একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মনোযোগী হন। তিনি ১৯৬০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সংস্থা গঠন করেন। এ সংস্থা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য কতিপয় প্রশ্নমালা রচনা করেন। এই প্রশ্নমালা আলোচনা ও পর্যালোচনার পর শাসনতন্ত্র সংস্থা ১৯৬১ সালের ৬ মে প্রেসিডেন্টের নিকট বিবরণী পেশ করেন। অবশেষে ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান পাকিস্তানের জন্য আরেক নতুন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। এটিই পাকিস্তানের ইতিহাসে ৬২-এর শাসনতন্ত্র নামে পরিচিত।

১৯৬২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৬২ সালের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রটি ছিল নানা করণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি পাকিস্তানের ইতিহাসে দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র নামে পরিচিত। এ সংবিধানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

(১) **লিখিত শাসনতন্ত্র :** ১৯৬২ সালের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের প্রথম পরিচয় হল লিখিত। এ শাসনতন্ত্রটি ছিল একটি লিখিত দলিল। এ শাসনতন্ত্রে ১২টি অংশ, ২৫০টি অনুচ্ছেদ ও ৫টি তফসীলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ শাসনতন্ত্র আকারে ছিল বৃহৎ।

(২) **প্রজাতন্ত্র :** প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র পাকিস্তানকে একটি প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এ শাসনতন্ত্রের নামকরণ করা হল "পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র (Pakistan Republican Constitution)" রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন প্রেসিডেন্ট। তিনি নির্বাচক মন্ডলী (Electoral College) কর্তৃক নির্বাচিত হতেন।

(৩) **ইসলামি আদর্শ :** ইসলামি আদর্শ ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ শাসনতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র রূপে আখ্যায়িত করে। এ শাসনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয় যে, পাকিস্তানে কোন ইসলাম বিরোধী আইন চালু করা যাবে না। সুতরাং এ শাসনতন্ত্রটি ছিল একটি ইসলামি আদর্শ ভিত্তিক শাসনতন্ত্র।

(৪) **প্রস্তাবনা:** ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক হল এর প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনার মাধ্যমেই এ শাসনতন্ত্রের সূচনা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শ, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য প্রস্তাবনার মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়।

(৫) **নির্দেশিত নীতি :** পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রকে বিশ্লেষণ করলে নির্দেশিত নীতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ শাসনতন্ত্রে ২১টি মূলনীতির বিধান রাখা হয়।

(৬) **মৌলিক অধিকার :** মৌলিক অধিকার ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক। অন্যান্য সংবিধনের ন্যায় এ শাসনতন্ত্রে জনগণের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত করা হয়। তবে প্রথম দিকে এ শাসনতন্ত্রে কোন মৌলিক অধিকারের বিধান রাখা হয় নি। পরে সংশোধনের মাধ্যমে এ শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার সংযোজন করা হয়।

(৭) **রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার :** ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এ শাসনতন্ত্র মতে প্রেসিডেন্ট ছিলেন দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা। তার হাতে প্রভুত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। তিনি নির্বাচনী কলেজের দ্বারা ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন। তিনি কোন আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন না। এমনকি ঐ পরিষদের নিকট দায়ীও ছিলেন না।

(৮) **দুস্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র :** দুস্পরিবর্তনীয়তা ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র ছিল দুস্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির। এ শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল। সহজে এ শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তন করা যেত না। জাতীয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের অনুমোদন দ্বারা এ শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তন করা যেত।

(৯) **যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার :** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ১৯৬২ সালের পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ শাসনতন্ত্রের শুরুতে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রবর্তনের বিধান রাখা হয়। এ শাসনতন্ত্রে বলা হয় যে, সবই থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং বাকী ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের কাছে।

(১০) **গণভোট :** ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রকে বিশ্লেষণ করলে গণভোটের বিধান লক্ষ্য করা যায়। এ শাসনতন্ত্রে গণভোটের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদের মধ্যে কোন বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দিলে তা গণভোটের মাধ্যমে সমাধান করা হত।

(১১) **এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা :** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধানর আরেকটি বিশেষ দিক। এ শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিধান রাখা হয়। পাকিস্তানের আইনসভা প্রেসিডেন্ট ও এককক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ সমন্বয়ে গঠিত হত। এ আইনসভায় একটি মাত্র কক্ষ ছিল।

(১২) **মৌলিক গণতন্ত্র :** ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে মৌলিক গণতন্ত্রের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্র দ্বারা গঠিত "নির্বাচকমন্ডলী" প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করতেন। এ শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার বিধান রাখা হয়।

(১৩) **স্বাধীন বিচার বিভাগ :** স্বাধীন বিচার বিভাগ এ শাসনতন্ত্রের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ শাসনতন্ত্রণ স্বাধীন বিচার বিভাগের বিধান রাখা হয়। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র রাখার কথা বলা হয়। এ শাসনতন্ত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষারও বিশেষ বিধান রাখা হয়।

(১৪) **রাষ্ট্রভাষা :** এ শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রভাষার বিধান রাখা হয়। ৬২-এর শাসনতন্ত্রে বাংলা ও উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ সংবিধানে বলা হয় যে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাংলা ও উর্দু ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৬২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কিংবা মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সংবিধানে বড় ধরনের মৌলিক পরিবর্তন করা হয়।

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয়। শাসনতন্ত্র মতে রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগের প্রধান এবং তার নামে সকল কর্ম সম্পাদিত হবে। তিনি সাধারণত আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থাকবে। এ সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রধান। সুতরাং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনার দাবিদার।

প্রেসিডেন্টের যোগ্যতা

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিশেষ বিধান রাখা হয়। কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতির প্রার্থী হতে হলে নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক:

(১) তিনি হবেন একজন মুসলমান;
(২) তাঁর বয়স অন্যূন ৩৫ বছর হতে হবে;
(৩) তাঁকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও অপসারণ

উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। তিনি পাঁচ বছরের জন্য এ পদে নির্বাচিত হবেন। মৌলিক গণতান্ত্রিকভাবে সার্বজনীনভাবে নির্বাচিত আশি হাজার সদস্য নিয়ে গঠিত নির্বাচকমন্ডলীর (Electoral College) সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে তিনি নির্বাচিত হতেন। আবার নির্বাচক মন্ডলীর সদস্যরা সমসংখ্যক উভয় প্রদেশ থেকে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন। পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের যৌথ অনুমোদন সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট দু' মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পারতেন। জাতীয় পরিষদের অভিযুক্তকরণ ব্যতীত তাঁকে পদচ্যুত করা যেত না। জাতীয় পরিষদের স্পীকারের নিকট স্বহস্তে লিখিত পত্রে তিনি পদত্যাগ পত্র পেশ করতে পারতেন। প্রেসিডেন্টর পদ শূন্য হলে, বিদেশ গমন করলে অথবা অসুস্থ্য বা অন্য কোন কারনে স্বীয় দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করলে জাতীয় পরিষদের স্পীকার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। শাসনতন্ত্রের ১৩ ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের কোন ধারা লংঘন করলে অথবা গুরুতর অসদাচরণের দায়ে জাতীয় পরিষদের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যদের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত আবেদন স্পীকারের নিকট পেশ করে প্রেসিডেন্টের অপসারণ প্রস্তাব আনায়ন করতে পারতেন। জাতীয় পরিষদের মোট সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশের ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হলে প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করতেন।

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক হল রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু হল প্রেসিডেন্ট। তিনি ছিলেন নির্বাহী প্রধান। প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে নিম্নোক্ত কয়েকভাবে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

১। **শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা :** ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র মতে প্রেসিডেন্ট ছিলেন শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তাঁকে কেন্দ্র করে সমস্ত শাসনকার্য পরিচালিত হত। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁর অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র মোতাবেক যাবতীয় শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করতেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনকে সচল রাখার জন্য যাবতীয় বিধি-বিধান নির্ধারণ করতেন। তাঁকে যথার্থভাবে সহযোগিতার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতেন। এ পরিষদ তাঁকে যাবতীয় বিষয় সহযোগিতা করত। মন্ত্রিপরিষদ তাঁদের কার্যাবলীর জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট দায়ী থাকতেন। প্রশাসনকে দক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ প্রশাসকও তিনি নিয়োগ করতেন। যেমন - পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীদেরও নিযুক্ত করতেন। এছাড়া তিনি গভর্নর জেনারেল, এর্টনী জেনারেল, অডিটর জেনারেল এবং বিচার বিভাগের বিচারপতিদের নিযুক্ত করতেন। প্রশাসনিক ভাবে তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষে প্রাদেশিক গভর্নরগণ প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতেন। তিনি ছিলেন দেশরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। যাবতীয় দেশ রক্ষা সংক্রান্ত কাজ তাঁর নামেই সম্পাদিত হতো।

২। **আইন সংক্রান্ত কাজ :** আইন সংক্রান্ত কাজ পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত প্রেসিডেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তিনি পার্লামেন্টের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁকে বাদ দিয়ে পার্লামেন্টকে কল্পনা করা যেত না। শাসনতন্ত্রের ১৯নং ধারা মতে প্রেসিডেন্ট ও এক কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ নিয়ে পাকিস্তানের পার্লামেন্ট গঠিত হত। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান, স্বাগত ভাষণ এবং পরিষদ বাতিলের ক্ষমতা তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। জাতীয় পরিষদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হলে তা সাথে সাথে প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করা হত। তিনি সম্মতি দানে অপারগতা প্রকাশ করলে তা আবার জাতীয় পরিষদে যেত। পুনরায় জাতীয় পরিষদ ঐ বিল প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠাত। দ্বিতীয় বার সর্বোচ্চ ৩০ দিন তিনি বিলটি আটকে রাখতে পারতেন। ৩১ দিনের

মধ্য তিনি সম্মতি না দিলে বিলটিতে তাঁর সম্মতি আছে বলে ধরে নেয়া হত। তিনি জাতীয় পরিষদ কর্তৃক বিলে ভেটো দিতে পারতেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকা অবস্থায় জরুরি প্রয়োজনে তিনি অধ্যাদেশ জারী করতেন। জাতীয় পরিষদে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তিনি তা নির্বাচক মন্ডলীর কাছে প্রেরণ করতেন।

৩। **অর্থ সংক্রান্ত কাজ :** অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রেসিডেন্ট প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর এ ক্ষমতা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসিডেন্টের সুপারিশ ছাড়া কোন বিল পাস করা যেত না। আর্থিক বছরের প্রারম্ভে তিনি জাতীয় পরিষদে বাজেট করতেন। এ বাজেট আলোচনার পর সার্বিকভাবে গৃহীত হত। স্থায়ী ব্যয়ের ব্যাপারে মতামত প্রদানের ক্ষমতা তার অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রয়োজন মিটাতে অপর্যাপ্ত হলে একটি অতিরিক্ত বাজেট (Suplementary) জাতীয় পরিষদে পেশ করতেন। এক কথায় জাতীয় অর্থ সংক্রান্ত কাজ তাঁর নামে সম্পাদিত হতো।

৪। **বিচার সংক্রান্ত কাজ :** তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কিছু কিছু বিচার সংক্রান্ত কাজও করতেন। তিনি বিচার কার্য সুষ্ঠু ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার জন্য সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করতেন। তিনি সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারতেন। এমন কি বিচারের রায়ও স্থগিত করার ক্ষমতা তাঁর এ বিচার কার্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৫। **জরুরি ক্ষমতা :** তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কতিপয় জরুরি ক্ষমতা ভোগ করতেন। যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ আসন্ন এরূপ পরিস্থিতিতে দেশে জরুরি অবস্থা জারী করতেন। তবে এরূপ জরুরি ঘোষণা দ্রুত সময়ে জাতীয় পরিষদে প্রেরণ করতে হত। এরূপ পরিস্থিতিতে মোকাবেলার জন্য অর্ডিন্যান্স জারী ও প্রণয়ন করতেন। তাঁর এ অর্ডিন্যান্স বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাতীয় পরিষদ এ অর্ডিন্যান্স বাতিল করতে পারত না। আবার জরুরি অবস্থা অপসারিত হলে অর্ডিন্যান্সটি বাতিল বলে গণ্য হত। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলাকালে বিশেষ "আইন প্রণয়নমূলক ক্ষমতা" প্রয়োগের অধিকার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল।

সুতরাং বলা যায় যে, ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। তিনি একাধারে ছিলেন শাসন বিভাগের প্রধান আবার আইন বিভাগেরও প্রধান। তাঁর নামে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন হত। তাই কেউ কেউ বলেছেন "The position of the President was the central point of the 1962 constitution."

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের ব্যর্থতা

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র দিনে দিনে তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়। অবশেষে এটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র ব্যর্থতার কারণগুলো নিম্নরূপ:

(১) **রাষ্ট্রপতির বিপুল ক্ষমতা :** রাষ্ট্রপতির বিপুল ক্ষমতা ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের ব্যর্থতার প্রথম কারণ। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রেসিডেন্টসিয়াল শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রপতি প্রভূত ক্ষমতার মালিক হন। ফলশ্রুতিতে পার্লামেন্টের সদস্যদের মনে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

(২) **আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ:** আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র ব্যর্থতার একটি বিশেষ কারণ। এ শাসনতন্ত্রের দ্বারা শাসন বিভাগকে আইন বিভাগের উপর তদারকীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে আইন সভা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর এর গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে।

(৩) **রাজনীতি নির্ভরশীলতা:** রাজনীতি নির্ভরশীলতার কারণে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আইয়ুব খান চেয়েছিলেন জাতীয় পরিষদের নব-নির্বাচিত সদস্যগণ কোন রাজনৈতিক দলের অনুগত থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে হয় এর পরিপন্থী। ফলে জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলেন।

(৪) **ভোটাধিকারের অস্বীকৃতি:** ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের ব্যর্থতার অন্যতম আরেকটি কারণ হল ভোটাধিকারের অস্বীকৃতি। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার নীতিকে অস্বীকার করা হয়। তাই এ শাসনতন্ত্র

প্রবর্তনের পর পর প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের দাবিতে একটি দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। যা এ শাসনতন্ত্রকে ব্যর্থতার গহব্বরে নিক্ষেপ করে।

(৫) **মৌলিক অধিকার অস্বীকৃতি:** মৌলিক অধিকার নাগরিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মৌলিক অধিকার ছাড়া নাগরিক জীবন কল্পনা করা যায় না। কিন্তু ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে প্রাথমিকভাবে এ অধিকারগুলোর কোন বিধান ছিল না। ফলে জনমনে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে।

(৬) **অর্থনৈতিক বৈষম্য:** অর্থনৈতিক বৈষম্য ১৯৬২ সালের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ব্যর্থতায় জন্য বিশেষভাবে দায়ী। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর পরই পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়তে থাকে। এ ব্যাপক বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। আইয়ুব সরকার এ অবস্থা নিরসনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ফলে শাসনতান্ত্রিক অচলতা দেখা দেয়।

(৭) **অগণতান্ত্রিক শাসন:** আইয়ুব সরকারের অগণতান্ত্রিক শাসন ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের ব্যর্থতার একটি অন্যতম কারণ। তিনি ধীরে ধীরে পাকিস্তানে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করতে থাকেন। নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর থেকে জনগণ এ শাসনতন্ত্রকে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানায়। ফলে এ শাসনতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

(৮) **সুষ্ঠু নেতৃত্বের অভাব:** সুষ্ঠু নেতৃত্বের অভাবে পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র অকার্যকর হয়ে পড়ে। ঐ শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর পরই সীমিত রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। সীমিত রাজনৈতিক দল গড়ে উঠলেও এর একটিও জাতীয় ভিত্তিতে সুসংগঠিত হয় নি। ফলশ্রুতিতে সুষ্ঠু নেতৃত্বের অভাব দেখা দেয়। উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার কারণে ১৯৬২ সালের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সারকথা

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র ছিল পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র। এ শাসনতন্ত্রটি আকারে ছিল বৃহৎ। এ শাসনতন্ত্রের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যান্য শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এ শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর পর তৎকালীন শাসকগণ স্বৈরাচারী মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেন। জনমনে বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। এক পর্যায়ে স্বৈরাচারী সরকার গণআন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য জুলুম ও নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। কিন্তু গণআন্দোলনের মুখে সামরিক শাসক আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন। ফলে এ শাসনতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক প্রশ্নে টিক (✓) চিহ্ন দিন

(১) ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রটি ছিল –

(ক) প্রথম শাসনতন্ত্র (খ) দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র

(গ) চতুর্থ শাসনতন্ত্র (ঘ) কোনটিই নয়

(২) এ শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের মূল দায়িত্ব ছিল –

(ক) আইনসভার উপর (খ) গণপরিষদের উপর

(গ) মন্ত্রিসভার উপর (ঘ) সবকয়টির উপর।

(৩) ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রটি প্রবর্তিত হয় –

(ক) ১৯৬২ সালের ১ মার্চ (খ) ১৯৬২ সালের ৩ মার্চ

(গ) ১৯৬২ সালের ১ জুন (ঘ) ১৯৬২ সালের ১৪ মার্চ

উত্তরমালা: ১। খ ২। খ ৩। খ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

(১) ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

(২) ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র কেন ব্যর্থ হয়েছিল ?

রচনামূলক প্রশ্ন

(১) ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

(২) ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত প্রেসিডেন্টসিয়াল সরকার ব্যবস্থা আলোচনা করুন।

গ্রন্থাবলি

১। I. Jennings: Constitutional Problem in Pakistan.

২। K.B. Sayeed: Pakistan: the Formative phase.